



১৮-সূরা আল কাহ্ফ

ইহা মক্কীসূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১১ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-যসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি তাঁহার বান্দার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে কোন বক্তৃতা রাখেন নাই ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝

৩। (তিনি ইহাকে) তহাবধায়করূপে নাযেল করিয়াছেন যেন ইহা (মানুষকে) তাঁহার পক্ষ হইতে (আসন্ন) এক কঠোর আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় এবং মো'মেনদিগকে, যাহারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদের জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে;

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّمَنْ لَّدَنَّهُ وَيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

৪। তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে;

مَكَانَيْنِ فِيهِ أَبَدًا ۝

৫। এবং যেন ইহা প্রসকল লোককে সতর্ক করে, যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।'

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

৬। এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা যাহা তাহাদের মূখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তাহারা কেবল মিথ্যা বলিতেছে।

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

৭। অতএব, যদি তাহারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহা হইলে কি তুমি তাহাদের জন্য দুঃখে আশ্বা বিনাশ করিয়া ফেলিবে ?

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝

৮। যাহা কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, তাহা আমরা নিশ্চয় ইহার সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে আমরা তাহাদের পরীক্ষা করিতে পারি যে, কে তাহাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

৯। এবং যাহা কিছু উহার উপর আছে উহাকে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করিব।

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُودًا ۝

১০। তুমি কি মনে কর যে, উহাবাসীগণ এবং ফলক খোদাইকারীগণ আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে কোন চমকপ্রদ নিদর্শন ছিল ?

১১। যখন কতিপয় যুবক প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে তোমার নিজ পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য সঠিক পথের ব্যবস্থা করিয়া দাও ।'

১২। অতঃপর, আমরা সেই প্রশস্ত গুহার মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত (বহির্ভূতের খবরা-খবর জনিত) তাহাদের কান বন্ধ করিয়া রাখিলাম ।

১৩। অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে উত্তিত করিলাম কেন আমরা জানিয়া নাই যে, তাহারা যতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহাকে দুই দলের মধ্যে কোনটি গণনায় অধিকতর সংরক্ষণকারী ।

১৪। আমরা তাহাদের ডক্করূপর্ণ সংবাদ তোমার নিকট সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি । তাহারা কয়েকজন যুবক ছিল, যাহারা তাহাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে আমরা হেদায়াতে আরও বাড়াইয়াছিলাম ।

১৫। এবং আমরা তাহাদের অস্তঃকরণ দৃঢ় করিয়া দিলাম যখন তাহারা দোড়াইল তখন তাহারা বলিল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক ।' আমরা তাঁহাকে বাতীত জনা কোন মা'ব্দকে কখনও ডাকিব না, অন্যথায় আমরা অসঙ্গত কথা বলিব;

১৬। ইহারা — আমাদের জাতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনান্য মা'ব্দ গ্রহণ করিয়াছে । তাহারা উহাদের প্রমাণ কোন উজ্জ্বল দলীল কেন পেশ করে না ? অতঃপর, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে ?

১৭। 'এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে এবং আল্লাহ বাতীরকে তাহারা যাহার ইবাদত করে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়াছে, তখন তোমরা এই প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তাহার রহমতের কোন পথ খুলিয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের বিষয়ে কোন সহজ ও সুবিধাজনক উপকরণ সরবরাহ করিবেন ।'

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لَنَا لُحْمًا يُسْتَوَىٰ أَمْدًا ۝

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالَّذِي أَنَّهُمْ فِتْيَةٌ أَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَوْ لَمْ يَأْتُونَنَا عَلَيْهِمْ مِنْ لَدُنَّا بَيِّنَاتٍ لَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ ذِمَّتِهِ وَيُخَيِّرْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ۝

১৮। এবং তুমি সূর্যকে দেখিবে, যখন উহা উদ্ভিত হয় তখন উহা তাহাদের গুহার ডানদিকে সরিয়া অতিক্রম করে, এবং যখন উহা অস্তমিত হয় তখন উহা তাহাদের বামদিকে পাল কাটাইয়া যায় এবং তাহারা সেই গুহার ভিতরে একটি প্রশস্ত জায়গায় ছিল। ইহা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ যাহাকে হেদায়াত দেন বশুতঃ সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত, এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন তাহার জন্য তুমি কখনও কোন বন্ধু ও পথ প্রদর্শনকারী পাইবে না।

وَرَأَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَوْرَعْنَ كَهْفِهِمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ
الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ
يُجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُزِيدًا ۝

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছ অথচ তাহারা নিদ্রিত; এবং আমরা তাহাদিগকে ফিরাই কখনও ডানদিকে এবং কখনও বামদিকে, এবং তাহাদের কুকুর দ্বারদেশে সমুদ্রের পদব্ধ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। যদি তুমি তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি তাহাদের নিকট হইতে পনাইবার জন্য পিঠ ফিরাইয়া লইতে এবং তাহাদের ভয়ে ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িতে।

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَرِّبُهُمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
رِزْقِهِ بِالْوَيْدِ لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ
فِرَارًا وَلَئِلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝

২০। এবং এইভাবে আমরা তাহাদিগকে (নিঃসহায় অবস্থা হইতে) উদ্ধৃত করিলাম যেন তাহারা আপোষে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ?' তাহারা বলিল, 'আমরা এক দিন বা একদিনের একাংশ অবস্থান করিয়াছি।' তাহারা (অনোরা) বলিল, 'তোমাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে তোমাদের প্রভুই ভাল জানেন।' সুতরাং তোমাদের এই রোপা মূল্য দিয়া তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও শহরের দিকে পাঠাও সে যেন দেখিয়া নয় যে, উহার মধ্যে কোন (বাজির) খাদ্য বেশী পবিগ্র, অতঃপর তাহার নিকট হইতে সে যেন কিছু খাদ্য-সামগ্রী তোমাদের নিকট লইয়া আসে এবং সে যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করে এবং তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও কিছু না জানায়।

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ
مِنْهُمْ كَمْ لَكُمْ يَوْمًا قَالُوا لَيْتَنَّا يَوْمًا آوِجُصْ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُمْ فَلَابَعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَلْيَنْظُرْ أَفَهِمَا آتَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُصَوِّرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

২১। কেননা যদি তাহারা তোমাদের বিষয় অবহিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা করিবে কিংবা তোমাদিগকে তাহারা (জোরপূর্বক) নিজেদের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সেই অবস্থায় তোমরা কখনও সফলকাম হইতে পারিবে না।

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعْدِلُونَ
فِي مِلَّةِهِمْ وَكَانَ تَقْوَاهُ إِذَا بَدَأَ ۝

২২। এবং এইভাবে আমরা (লোকদের মধ্যে) তাহাদের বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিলাম, যাহাতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং সেই (প্রতিশ্রুতি) মুহূর্তও (সত্য) যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিতে লাগিল এবং (একে অপরেকে) বলিল, 'তাহাদের (অবস্থান স্থলের) উপর এক ইমারত নির্মাণ কর।' তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানেন। যাহারা নিজেদের বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিল, তাহারা বলিল, 'আমরা অবশ্যই তাহাদের (অবস্থানস্থলের) উপর মসজিদ নির্মাণ করিব।'।

২৩। তাহারা (কিছু সংখ্যক লোক) অদৃশ্য বিষয়ে অনুমান করিয়া অবশ্যই বলে, '(তাহারা) তিনজন ছিল, তাহাদের চতুর্থ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্যরা) বলে, '(তাহারা) পাঁচ জন ছিল, তাহাদের ষষ্ঠ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্য কিছু সংখ্যক লোক) বলে, '(তাহারা) সাতজন ছিল, তাহাদের অষ্টম ছিল তাহাদের কুকুর।' তুমি বল, 'আমার প্রতিপালকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা সর্বোত্তম জ্ঞানেন। অল্প সংখ্যক বাতীত তাহাদের বিষয় কেহ জানে না।' অতএব, তুমি তাহাদের সম্বন্ধে অকাটা যুক্তি ব্যতিরেকে বিতর্কে অবতীর্ণ হইও না এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও নিকট তত্ত্ব অনুসন্ধান করিও না।

২৪। এবং তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কখনও বলিও না, 'আমি নিশ্চয় ইহা আগামীকাল করিব,'

২৫। যদি না আল্লাহ চাহেন। এবং যখন তুমি ভূমিয়া গাও তখন তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং তুমি বল, 'আমি (পূর্ণ) আশা রাখি আমার প্রতিপালক আমাকে সেই পথে চালাইবেন যাহা হেদায়াত পাওয়ার দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা নিকটতর হইবে।'।

২৬। এবং তাহারা তাহাদের প্রশস্ত ওহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহারা (আরও) নয় (বৎসর) বাড়িয়াছিল।

২৭। তুমি বল, 'তাহারা কতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহা আল্লাহ সর্বাপেক্ষা ভাল জ্ঞানেন।' আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ওপ্ত বিষয়াবলী একমাত্র তাঁহাদেরই তিনি কত উত্তম দেখেন এবং কত উত্তম শুনেন! তিনি বাতীত তাহাদের কোন

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُظِلُّوْا۟ وَوَعَدَ اللّٰهُ
حَتّٰى وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَاۚ اِذْ يَتَنَزَّلُوْنَ
بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ فَعَالُوْۤا اِنتَوٰا عَلَيْهِمْۙ بَنِيۤآۤءُ رَّبِّهِمْ
اَعْلَمُ بِهِمْۚ قَالَ الَّذِيۡنَ عَلَبُوْۤا اَمْۡرَهُمۙ لَنُخَيِّدَنَّ
عَلَيْهِمْۙ مَّسْجِدًا ۝۲۲

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ
خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًاۙ بِآلِفِيٍّ وَّ
يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْۚ قُلْ رَّبِّيۡۤ اَعْلَمُ
بِعِبَادَتِهِمْۚ مَا يَعْلَمُهُمْۙ اِلَّا قَلِيْلٌۭ ۭ فَلَآ تُمَارِ
فِيْهِمۙ اِلَّا مَرًا ظَاهِرًاۚ وَلَا تَنْسَوْنِيۡ فِيْهِمْ
ۙ قُلْ فَمَنْ مَّالُهُمْۙ اَحَدًا ۝۲۳

وَلَا تَقُوْلَنَّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡ اٰتٰنِيۡ ذٰلِكَ عَدًا ۝۲۴

اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ
عَسَآ اَنْ يَّجْعِلَنِيۡ رَبِّيۡ لَاقَرَبَ مِنْ هٰذَا رَسُوْلًا ۝۲۵

وَلَيْسُوْۤا فِىۡ كَهْفِهِمْ ثَلَاثٌۭ وَّاَلْفٌۭ سِتِّيْنَ وَّ
اَزْدَادُوْۤا تِسْعًا ۝۲۬

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُۢ بِمَا لَيْسُوْۤا لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اَبَعْرَبُهُ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ قُرْبٰنٌ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلٰٓئِہٖ

সাহায্যকারী নাই, এবং তিনি তাঁহার হৃৎকমের মধ্য কাহাকেও শরীক করেন না ।

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

২৮ । এবং তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে যাহা তোমার নিকট ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর । তাঁহার কথার পরিবর্তনকারী কেহ নাই, এবং তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইবার কোন ঠাই পাইবে না ।

وَآتُوا مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجْعَلَ مِنْ دُونِهِ مَلْفًا ۝

২৯ । এবং তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাহাদের সহিত (সংযুক্ত) রাখ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তোষ লাভের আশায় সকাল এবং সন্ধ্যায় ডাকে; এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য কামনায় তোমার চক্ষুঃ যেন তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া না যায়, এবং তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার অন্তঃকরণকে আমরা আমাদের সম্মুখ হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছি এবং সে হীন বাসনার অনুসরণ করিয়াছে এবং যাহার বিষয় সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে ।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَصِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِغْ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۝

৩০ । এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে (প্রেরিত); সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক ।' আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার সামিয়ানা তাহাদিগকে গরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছে; এবং যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে এমন গলিত ধাতুর ন্যায় পানি দিয়া তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে, যাহা (তাহাদের) মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে । কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল !

وَقُلِ النَّارُ مِنْ ذَرْبِكُمْ مِمَّنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩১ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে (তাহাদের জন্য পুরস্কার অবধারিত), যাহারা উত্তম কর্ম করে, আমরা কখনও তাহাদের প্রতিদান নষ্ট করিব না;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُغْنِي عَنْهُمْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

৩২ । ইহারা এই এমন লোক, যাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ (নির্ধারিত) আছে, যাহাদের উলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবহমান থাকিবে, উহাতে তাহাদিগকে সোনার কানন দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং তাহারা চিকণ ও মোটা রেশমের সবুজ বস্ত্রসমূহ পরিধান করিবে, তথায় তাহারা সুসজ্জিত পালকসমূহের উপর (তাকিয়ায়) হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, ইহা কত উত্তম পুরস্কার এবং কত মনোরম বিশ্রামস্থল !

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ أَنْهَارٌ يَجْعَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ بُيُوتًا بِأَنبَاطٍ خضراءٍ وَتَنْتَوِي سُدُورُهُمْ وَإِسْتِزَادُوا فَيُؤْتَوْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَهُمْ فِي الثَّوَابِ وَجَسَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩৩ । এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে সেই দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা কর, যাহাদের মধ্য হইতে একজনের জন্য আমরা দুইটি

وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا تَجْلِبَنَ عَنْكُمَا إِحْدَاهُمَا

আঙ্গুরের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং উভয় বাগানকে আমরা খড়্গের রক্ষা দ্বারা (চারিদিক দিয়া) ঘিরিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উভয়ের মধ্যে আমরা শসা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

৩৪। বাগান দুইটির প্রত্যেকটি (প্রচুর পরিমাণে) নিজ নিজ ফল উৎপাদন করিত এবং ইহাতে (উৎপাদন) কিছুই কম করিত না। এবং উভাদের মধ্যে আমরা এক নহর প্রবাহিত করিয়াছিলাম।

৩৫। এইভাবে তাহার (প্রচুর) ফল লাভ হইত। এইজন্য সে তাহার সঙ্গীকে তাহার সহিত আলোচনাকালে (গর্ব করিয়া) বলিল, 'তোমা অপেক্ষা আমি ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী এবং জনবলে অধিকতর শক্তিশালী।'

৩৬। এবং সে নিজের আঙ্গুর উপর যুলুমকারী অবস্থায় নিজ বাগানে প্রবেশ করিল। সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ক্ষয় হইবে;

৩৭। এবং আমি মনে করি না যে, সেই নির্ধারিত (ক্ষয়ের) সময় কখনও আসিবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থান পাইব।'

৩৮। তাহার সঙ্গী, যখন সে তাহার সহিত বিতর্ক করিতেছিল, তাহাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি হইতে, অতঃপর শুক্ল-বীৰ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার পর তিনি তোমাকে মানুষের আকারে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন?'

৩৯। কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি) আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের সহিত শরীক করি না;

৪০। এবং যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলে তখন তুমি কেন বলিলে না (যে উহাই হইবে) যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন, (কারণ) আল্লাহর সহায়তা বাতিরেকে কোন শক্তি (অর্জিত) হইতে পারে না; যদিও আমাকে তুমি ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমা অপেক্ষা কম দেখ;

جَنَّتَيْنِ مِنْ آعْنَابٍ وَحَفَافُهُمَا نَخْلٌ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝

كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ أَنْتَ أَكْلُهُمَا وَلَمْ تَنْظِلْ مِنْهُ شَيْئًا وَتَجَرْنَا خِلْمَهُمَا نَهْرًا ۝

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝

لَيْكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ رَبِّي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَكَذَا ۝

৪১। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (বাগান) প্রদান করিবেন এবং উহার (তোমার বাগানের) উপর আকাশ হইতে বজ্রপাত করিবেন যাহার ফলে উহা এক তৃণহীন পিচ্ছিল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে;

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوَفِّيَنَّ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَفِيفًا زَلَقًا ۝

৪২। অথবা উহার পানি ভূগর্ভে শোষিত হইয়া এমনভাবে শুকাইয়া যাইবে যে, তুমি উহার অনুসন্ধানের কোন শক্তি পাইবে না।

أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غُورًا فَلَن يَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَابًا ۝

৪৩। এবং তাহার (সকল) ফলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, অতএব সে উহাতে যাহা খরচ করিয়াছিল তজ্জন্য নিজ করদ্বয় মর্দন করিতে লাগিল এমনভাবেই যে উহা স্বীয় মাচাসমূহের উপর নিপতিত ছিল এবং সে বলিতে লাগিল, 'হায়! যদি আমার প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম।'

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

৪৪। এবং তাহার কোন দল রহিল না যাহারা আল্লাহর মোকাবেলায় তাহাকে কোন সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে নিজেও কোন প্রতিরোধ গ্রহণে সমর্থ হইল না।

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝

৪৫। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব কেবল প্রকৃত (মা'বুদ) আল্লাহর জন্য। তিনিই পুরস্কার দানে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিণামের দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

৪৬। এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে এই পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর। উহা সেই বারিধারার অনুরূপ, যাহা আমরা আকাশ হইতে বর্ষণ করি, অনন্তর উহার সহিত পৃথিবীর উদ্ভিদপুঞ্জ সংমিশ্রিত হয়, অতঃপর উহা (শুকাইয়া) বিচূর্ণ (ভূষি) হইয়া যায়, যাহাকে বাতাস উড়াইতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

৪৭। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বটে; কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর এবং (ভবিষ্যত) আশার দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর।

الْأَمْوَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝

৪৮। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়গুলিকে পরিচালিত করিব এবং তুমি পৃথিবীর (ভাসিটসমূহকে পরস্পরের সহিত) যুক্ত অগ্রসরমান দেখিবে এবং আমরা তাহাদিগকে একত্রিত করিব, এমন কি তাহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارُزَةً وَخَرَسًا فَلَمْ يَنفَعُوا مِنْهُم أَحَدًا ۝

৪৯। এবং তাহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে), 'দেখ! এখন তোমরা সেইরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছ যেরূপে আমরা তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। বরং তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদের জন্য আদৌ কোন প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) করার সময় নির্দিষ্ট করিব না।'

৫০। এবং (তাহাদের কর্মের) কিতাব তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে, তখন তুমি এই অপরাধীদিগকে উহার মধ্যে যাহা (লেখা) আছে তজ্জনা ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে, এবং (তখন) তাহারা বলিবে, 'হায়! আমাদের জন্য পরিতাপ, ইহা কিরূপ কিতাব! ইহা কোন ছোট কথাও ছাড়ে নাই এবং কোন বড় কথাও বাদ রাখে নাই, পরন্তু সবকিছু সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে।' এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকিবে উহা নিজেদের সম্মুখে হাথির পাইবে; বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাহারও উপর যুলুম করেন না।

৫১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্তাসগকে বলিয়াছিলাম, '(তোমরা) আদমের আনুগত্য কর,' ইহাতে তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল, কিন্তু কেবল ইবলীস (করিল না)। সে জিম্মদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; অতএব, সে তাহার প্রতিপালকের হুকুমের অবাধ্যতা করিল। অতএব, তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে এবং তাহার বংশধরকে নিজেদের বন্ধু বানাইতেছ অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু? যালেমদের জন্য বিনিময় কত মন্দ!

৫২। আমি তাহাদিগকে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় সাক্ষী করিয়াছি এবং না তাহাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়; এবং আমি বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না।

৫৩। এবং সেইদিনকে (স্মরণ কর) যেদিন তিনি (মোশরেকসগকে) বলিবেন, 'তোমরা আমার শরীকসগকে ডাক, যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) ধারণা করিতে।' তখন তাহারা উহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু উহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না; এবং আমরা তাহাদের (এবং তাহাদের প্রস্তাবিত মা'বুদের) মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া দিব।

৫৪। এবং অপরাধীসগ সেই আগুন দেখিবে এবং বুঝিবে যে, নিশ্চয় তাহারা উহাতে নিপতিত হইবে, এবং উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না।

وَعُودُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَافًا لِّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ لَّجُعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَىٰ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهَا
فِيهِ وَيَقُولُونَ بَوَلَّيْنَا مَالَنَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يَعْلَمُونَ
صَفِيرَةً وَلَا كَيْدَةً إِلَّا أَنْصَبَهَا وَوَجَدُوا مَا
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّهُمْ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
فَاقْبَحْدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوَّلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ يُشْسِلِلِلْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ ۝

مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ
الْأَنفُسِ وَمَا كُنْتُ مُنْهَدِ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ۝

وَيَوْمَ يَقُولُ لِّلَّذِينَ شَرَكَاوُا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مَعَكُمْ
لَمْ يَنْجِيْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَ
لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

৫৫। এবং নিশ্চয় আমরা মানবের কল্যাণের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক (আবশ্যকীয়) উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ে মানুষ বড় বিতণ্ডাকারী।

৫৬। এবং মানবমণ্ডলীকে, যখন হেদায়াত তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল, তখন (উহার উপর) ঈমান আনিতে এবং তাহাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, ইহা ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয় না যে, তাহাদের উপরও পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসুক অথবা তাহাদের উপর সরাসরি আযাব আগতি হউক।

৫৭। এবং আমার রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সত্যকাকারীরূপে পাঠাইয়া থাকি; এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা মিথ্যার সাহায্যে তর্কবিতর্ক করে যেন উহার দ্বারা তাহারা সত্যকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে সত্যক করা হইয়াছিল উহাকে তাহারা হাসি-ঠাট্টার নক্সা বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

৫৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করানো হইয়াছে, কিন্তু সে উহা হইতে বিমূষ হইয়াছে এবং তাহার হৃদয় যাহা কিছু আগে পাঠাইয়াছে উহাকে ভুলিয়া গিয়াছে? নিশ্চয় আমরা তাহাদের অন্তঃকরণের উপর পর্দাসমূহ স্থাপন করিয়াছি যেন তাহারা ইহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি)। এবং যদিও তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান কর তাহারা কখনও হেদায়াত গ্রহণ করিবে না।

৫৯। এবং তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরম কক্কার অধিকারী, এবং তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহার জন্য যদি তিনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য শাস্তিকে ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু তাহাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মিয়াদ নির্ধারিত আছে যাহা হইতে তাহারা কখনও আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইবে না।

৬০। ইহা হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন তাহারা মূলম করিয়াছিল। এবং আমরা তাহাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّكَ فَلَا ۝

وَمَا نُرْسِلُ الرُّسُلِينَ إِلَّا بُشْرًا وَمُنذِرِينَ وَلِكُلِّ أَفْوَاجٍ لَقَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالْبَاطِلُ يُغْشَوْنَ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ وَالْإِنِّبَىٰ وَمَا أَنْزَلُوا مِنْهُ ۝

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَبِّئَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا ۖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَمْتَدُّوا ۚ وَإِذَا أَبْكَدَا ۝

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ۝

وَالَّذِي أَنْزَلَ الْهُدَىٰ لَنَا فَلْنَمُوتُوا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ لِقَاءٍ لَهُمْ مَوْعِدًا ۝

৬১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন মুসা তাহার যুবক (সঙ্গী)কে বলিয়াছিল, ‘আমি (যে পথে চলিতেছি সে পথে চলায়) বিরত হইব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিব, অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।’

৬২। অতঃপর, যখন তাহারা উভয়ে দুই সমুদ্রের পরস্পর সংগমস্থলে পৌঁছিল তখন তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেল, এবং উহা দ্রুতবেগে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিল।

৬৩। অতঃপর, যখন তাহারা (সে স্থান) অতিক্রম করিয়া আগে বাড়িয়া গেল তখন সে তাহার যুবককে বলিল, আমাদের নিকট আমাদের সকালের খাবার আন, আমরা আমাদের এই সফরের জন্য খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।’

৬৪। সে বলিল, ‘বলুন তো (এখন কি উপায় হইবে) যখন আমরা সেই পাথরের উপর বিস্রাম করিবার জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমাকে এই কথা (আপনার নিকট) উল্লেখ করিতে শয়তান বাতীল আর কেহ ভুলায় নাই; এবং উহা আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিয়াছে।’

৬৫। সে বলিল, ‘উহাই (সেই স্থান) আমরা যাহার অনুসন্ধানে ছিলাম।’ অতঃপর, তাহারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

৬৬। তখন তাহারা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে এমন একজন বান্দার সাক্ষাৎ পাইল যাহাকে আমরা আমাদের নিকট হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম এবং আমাদের সম্মিধান হইতে তাহাকে (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম।

৬৭। মুসা তাহাকে বলিল, ‘আমি কি আপনার অনুসরণ করিতে পারি এই শর্তে যে আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে উহা হইতে কিছু হেদায়াত আপনি আমাকেও শিক্ষা দিবেন?’

৬৮। সে বলিল, ‘তুমি তো আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না।’

৬৯। ‘আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত কর নাই উহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিবেই বা কিরূপে?’

وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقٰسِىْهٖ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ
مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْوٰى حُقُبًا ۝

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَمَدَّتْ
سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقٰسِىْهٖ اِنَّا عَدَدْنَا لِقَدْلٰنٍ لَّوْنٰ
مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝

قَالَ اَدْرَيْتَ اِذَا اَوَيْنَا اِلَى الصُّخْرِىْ لَآيَ نَذِيْرٌ
لِّلْحَوٓتِ وَمَا اَنْتَ بِنَبِيٍّۢ اِلَّا الْفٰتِنُ اَنْ اَذْكُرَكَ
وَاَتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ اَعْمٰى اَتَاوٰهُمَا
تَصَدًّا ۝

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتٰنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ
عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا ۝

قَالَ لَهٗ مُوسٰى هَلْ اَتٰبَعَكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ
مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلًا ۝

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

وَكَيْفَ تُصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝

৭০। সে বলিল, 'যদি আল্লাহ চাহেন তাহা হইলে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশের অবাধ্যতা করিব না।'

قَالَ سَجِدْ لِإِنْ شَاءَ اللَّهُ صَاحِبًا وَلَا آخِئَةً لَكَ
أَمْرًا ۝

৭১। সে বলিল, 'আল্লাহ, যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তাহা হইলে তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাকে প্রসন্ন করিবে না, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলি।'

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
ۚ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৭২। অতঃপর, তাহারা উভয়ে যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক নৌকায় আরোহণ করিল, তখন সে (সেই ব্যক্তি) উহাতে ছিদ্র করিয়া দিল। সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি ইহার আরোহীদেরকে ডুবাইবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছিদ্র করিয়াছেন? আপনি নিশ্চয় এক গুরুতর কাজ করিয়াছেন।'

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ
أَرَأَيْتُمْ لِتُفْرِقَ أَخْلَفًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِمْرًا ۝

৭৩। সে বলিল, 'আমি কি (তোমাকে) বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?'

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৪। সে বলিল, 'আপনি আমাকে উহার কারণে ধৃত করিবেন না যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, অতএব আমার এই বিচ্যুতির দরুন আপনি আমার প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করিবেন না।'

قَالَ لَا تَأْخُذْ بَعِثَ إِنِّي وَفَىٰ بَعْدِي مَنْ
أَمْرِي عُسْرًا ۝

৭৫। পুনরায়, তাহারা যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক বানকের সাম্রাজ্যে পাইল, তখন সে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহাতে সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে অন্য কাহাকেও (হত্যার অপরাধ) বাতীরকে হত্যা করিয়াছেন! নিশ্চয় আপনি এক অতি মন্দ কাজ করিয়াছেন।'

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ قَاتَلَهُ فَتَنَهُ قَالُوا لَقَدْ
كَفَرْنَا بِكَ وَكَيْفَ يُقْرِئُ نَفْسًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
فُتْرًا ۝

৭৬। সে বলিল, 'আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?'

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৭। সে (মূসা) বলিল, আমি যদি ইহার পর আপনাকে কোন বিষয়ে প্রসন্ন করি তাহা হইলে আপনি আর আমাকে সন্তোষিত করিবেন না, কারণ আপনি আমার পক্ষ হইতে ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত পর্ষায়ে পৌছিয়াছেন।'

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصْرِحْ بِي
بَلِّغْ مِن لَّدُنِّي مَذَرًا ۝

৭৮। অতঃপর, তাহারা যাত্রা করিল এমন কি তাহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছিল, তাহারা উহার অধিবাসীদের নিকট কিছু খাবার চাহিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের মেহমানদারি করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর, তাহারা উহার মধ্যে এমন এক প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাওয়ার

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَلْظَمُوا أَهْلَهَا
قَابًا أَنْ يَضَيُّقُوا مِمَّا قُودِمَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ

উপক্রম হইয়াছিল, সুতরাং সে উহাকে খাড়া করিয়া দিল।
সে (মূসা) বলিল, 'আপনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার জন্য
পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।'

أَنْ يَنْقُصَ مَا قَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ
عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

৭৯। সে বলিল, 'এই হটন আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ;
যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই, আমি এখন
তোমাকে ইহার তত্ত্ব অবগত করাইতেছি।

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا أُوَدِّعُ
مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

৮০। নৌকাটির বিষয় হটন এই, ইহা ছিল কয়েকজন
নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তির যাহারা সমুদ্রে কাজকর্ম করিত, এবং
তাহাদের পশ্চাতে ছিল এক (যা'নাম) বাদশাহ, যে প্রত্যেক নৌকা
বলপূর্বক ছিনাইয়া নইত, এই জন্য আমি উহাকে খুঁতযুক্ত করিয়া
দিতে চাহিলাম।

أَمَّا التَّفِيقَةُ فَكَانَتْ لِسَكِينٍ يَسْلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ رَأْيُهُمْ ذَلِكَ يَأْخُذُ
كُلَّ سَفِينَةٍ غَضَبًا ۝

৮১। এবং বানকটির ঘটনা এই যে, তাহার পিতামাতা
উভয়ে ঈমানদার ছিল; এবং আমরা আশংকা করিলাম যে, সে
(বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া) বিদ্রোহচরণ ও কুফরী করিয়া তাহাদিগকে
কষ্ট দিবে।

وَأَمَّا الْعُلَمُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ
يُزَيِّقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

৮২। অতএব, আমরা ইচ্ছা করিলাম যেন তাহাদের
প্রতিপালক তাহাদিগকে তাহার স্থানে তাহার অপেক্ষা পবিত্রতায়
উত্তম এবং দয়া মমতায় ঘনিষ্ঠতর পুত্র দান করেন।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً
وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

৮৩। আর বাকি রহিল সেই প্রাচীরের কথা, উহা আসনে সেই
শহরের দুই এতীম বালকের সম্পত্তি ছিল এবং উহার নীচে
তাহাদের জন্য (প্রার্থিত) ধন-ভাণ্ডার ছিল এবং তাহাদের পিতা
ছিল একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক
ইচ্ছা করিলেন যেন তাহারা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং
তাহারা তাহাদের ধন-ভাণ্ডার নিজেরা বাহির করিয়া নয়, ইহা
তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত স্বরূপ, বস্তুতঃ
আমি ইহা আমার নিজ ইচ্ছায় করি নাই। ইহাই হইল সেই
সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা যাহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার
নাই।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا تَعْلَمُونَ عَنْ أَمْرِهِ ذَلِكَ
بِقَوْلِ تَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

৮৪। এবং তাহারা তোমাকে যলকানরায়ন সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তাহার
সম্পর্কে কিছু রূপান্তর বর্ণনা করিব।'

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْيَةِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ
فِيهِ ذِكْرًا ۝

৮৫। নিশ্চয় আমরা তাহাকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায়
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাকে প্রত্যেক বিষয়
(অর্জন করার) সম্পর্কে উপকরণ দান করিয়াছিলাম।

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
سَبِيلًا ۝

৮৬। সূতরাং সে এক বিশেষ পথে চলিল।

فَاتَّبَعَ سَبِيلًا ۝

৮৭। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থলে পৌছিল, তথায় সে দেখিল, উহা এক ঘোলাটে ভূনাশয়ে অস্থমিত হইতেছে এবং সে উহার সন্নিহিতে এক জাতির সাক্ষাৎ পাইল। তখন আমরা বলিলাম, 'হে যুলকারনায়ন! তুমি চাহিলে তাহাদিগকে শাস্তি দাও অথবা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর।'।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ مَجْدَهَا تَرَدُّبًا فِي عَيْنِي حِيَمَةٍ وَرَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّمَا اَنْ تَعَذِّبَ وَاِنَّمَا اَنْ تَخُذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝

৮৮। সে বলিল, 'যে ব্যক্তি মূলম করিবে, আমরা নিশ্চয় তাহাকে শাস্তি দিব; অতঃপর, তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং তিনি তাহাকে জীতি-প্রদ শাস্তি দিবেন:

قَالَ اِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ۝

৮৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে; এবং আমরাও অবশ্যই তাহার সঙ্গে আমাদের আদেশের ক্ষেত্রে সহজ কথা বলিব।'।

وَاِنَّمَا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاءُ الْاَشْفٰى وَسَنَعُوْلٰ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۝

৯০। অতঃপর, সে (অন্য) এক পথে চলিল।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبِيلًا ۝

৯১। এমন কি সে যখন সূর্যের উদয়স্থলে পৌছিল তখন সে উহাকে এমন এক জাতির উপর উদয় হইতে দেখিল, যাহাদের জন্য আমরা (তাহাদের ও) উহার মধ্যে কোন পদা সৃষ্টি করি নাই।

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ مَجْدَهَا تَطَّلَعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝

৯২। (এই ঘটনা ঠিক) এইরূপই। এবং নিশ্চয় আমরা তাহার নিকট যাহা ছিল সেই সব বিষয়ের পূর্ণ খবর রাখি।

كَذٰلِكَ وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدَيْهِمْ خُبْرًا ۝

৯৩। অতঃপর, সে অন্য এক পথে চলিল।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبِيلًا ۝

৯৪। এমন কি সে যখন দুই প্রতিবন্ধকের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছিল, তখন তথায় সে এমন এক জাতিকে দেখিতে পাইল যাহারা কদাচিৎ (তাহার) কথা বুঝিতে পারিত।

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ مَجْدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَّا يَلٰكُ دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝

৯৫। তাহারা বলিল, 'হে যুলকারনায়ন! নিশ্চয় ইয়া'জুজ ও মা'জুজ এই দেশে বড়ই ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে: সূতরাং আমরা কি তোমাকে এই শর্তে কিছু কর দিব যাহাতে তুমি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মাণ করিয়া দাও?'।

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنْ يٰاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

৯৬। সে বলিল, 'এই সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করিয়াছেন উহা (আমার শত্রুর চাইতে) অনেক উত্তম; সুতরাং তোমরা আমাকে (শ্রম) শক্তি দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি ময়বৃত্ত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব;

৯৭। তোমরা আমাকে লৌহখণ্ডসমূহ আনিয়া দাও।' এমনকি সে যখন ঐ দুই (পর্বতের) শৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরাট করিয়া সমান করিল (তখন) সে বলিল, 'তোমরা (তোমাদের হাপর দিয়া) ফুঁকিতে থাক।' (তাহারা ফুঁকিতে থাকিল) এমন কি যখন সে উহাকে আঙনে পরিণত করিল, তখন সে বলিল, তোমরা আমাকে গলিত তামা আনিয়া দাও যেন আমি ইহার উপর ঢালিয়া দিতে পারি।'

৯৮। সুতরাং তাহারা (ইয়া'জুজ ও মা'জুজ) উহার উপর চড়িতে পারিল না এবং উহাতে কোন ছিদ্রও করিতে পারিল না।

৯৯। সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।'

১০০। এবং সেই দিন আমরা তাহাদের কতককে কতকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিব, এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব।

১০১। এবং সেইদিন আমরা জাহান্নামকে কাফেরগণের একেবারে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব,

১০২। যাহাদের চক্ষু আমার ষিকর (সত্ত্বর) সম্বন্ধে (ওদাসীনের) পদাঙ্গ ঢাকা ছিল এবং যাহারা প্রবণ করার ও ক্ষমতা রাখিত না।

১০৩। তবে কি ঐ সকল লোক, যাহারা কুফরী করিয়াছে এই ধারণা করে যে, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া আমার বান্দগণকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে? আমরা নিশ্চয় জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য আগায্যন স্বরূপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

قَالَ مَا مَكْنِيَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

أَتُونِي زُرَّ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جُمُعًا ۝

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝

إِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

أَحْبَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي آلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝

১০৪। তুমি বল, 'আমরা কি তোমাদিগকে কর্মের দিক দিয়া সর্বাংগেষ্ঠা ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দিব ?

১০৫। ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল পার্থিব জীবনের পিছনে পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা মনে করে যে তাহারা ভাল ভাল কাজ করিতেছে।'

১০৬। ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকর অস্বীকার করিয়াছে, ফলে তাহাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাদিগকে কোন গুরুত্বই দিব না।

১০৭। এই হইল তাহাদের প্রতিফল— জাহান্নাম; এই কারণে যে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রসূলগণকে ঠাট্টা-বিক্রপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

১০৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, আপায়ন স্বরূপ তাহাদের জন্য হইবে জামাতুল ফিরদাউস (উচ্চ স্তরের বেহেশত)।

১০৯। তথ্য তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং উহা হইতে তাহারা অপসারণ চাহিবে না।

১১০। তুমি বল, 'যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহের জন্য কালি হইয়া যায়, তথাপি আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে, যদিও আমরা উহার সাহায্যার্থে সমপরিমাণ (সমুদ্র) আরও আনিয়া দিই।

১১১। তুমি বল, 'আমিতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, (কিন্তু) আমার প্রতি এই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'ব্দ এক-ই মা'ব্দ। সত্যরূপে যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবার আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে যেন কাহাকেও শরীক না করে।'

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنََّّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ۝

ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي دُرُثِيًّا هُزُوا ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا ۝

قُلْ لَوْ كَانُ الْهُنُومُ إِذَا يَكَلِّمَتِ رَبِّي لَنَفَعَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَكِلَّتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِوَسِيلِهِ مَدَدًا ۝

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثَلِّمٌ يُؤْتَىٰ إِلَيَّ الْأُمَمُ الْهَكْمُ إِلَهِ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِوِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝